পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অস্ত্র নিয়ে, জুতো পরে পুলিশের ঢোকা নিষিদ্ধ এক যুগান্তকারী রায়

পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যে সারা বছর লাখ লাখ ভক্ত ওখানে যান। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক মন্দিরকে কিছু দুষ্কৃতী নানাভাবে কলুষিত করছে। কখনও মন্দির প্রাঙ্গণে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে, কখনও এক শ্রেণির পাণ্ডার দাপটে ভক্তদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। এসব ঘটনার প্রতিবাদে ভক্তরা বারবার সবর হয়েছেন। কিন্তু ওড়িশা প্রশাসন এসব অনাচার বন্ধে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মানুষ প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এ সংক্রান্ত এক মামলার রায় দিয়ে বলেছে, মন্দিরের মধ্যে কোনও পুলিশ কর্মী অস্ত্র নিয়ে বা জুতো পরে ঢুকতে পারবে না। এই নির্দেশকে স্বাগত জানানো দরকার। কেননা মন্দিরে ভক্তদের সঙ্গে পুলিশের বচসা অনেক ক্ষেত্রে মারামারি বা হাতাহাতির আকার নিচ্ছে। এর থেকে যে কোনও দিন বড় অঘটন ঘটে যেতে পারে। এমন ঘটনা কখনই কাঙ্খিত নয়। ওড়িশায় পুরীর মন্দিরের ভেতর ও বাইরে প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে পুলিশ। তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। সুতরাং সতর্কতা দরকার। আর পবিত্র মন্দিরে জুতো পরে কারও ঢোকা উচিত নয়। এতে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হবে। এর আগে একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে মন্দিরে লাইন দিয়ে ঢোকা নিয়ে কিছু ভক্ত এবং জগন্নাথ সেনার সদস্যরা জগন্নাথদেবের মন্দিরে অছি পরিষদের অফিস ভাঙচুর চালায়। এদের তাণ্ডবে মন্দিরের দরজা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ। এমন ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক।

ব্রহ্মচারী শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য বিরচিত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

“অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন— “এদিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ বুধবার। রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হইয়া অর্ধদণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুভ দ্বিতীয়া তিথি ঐসময়ে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া সংসারে সিদ্ধিযোগ আনায়ন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র, ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকারপূর্বক তাহার অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে।” জ্যোতিষীরা বলিলেন—“ঐরূপ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন, এবং নবীন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভপূর্বক সবর্ত্র সকল লোকের পূজ্য হইবেন।” প্রিয়দর্শন পুত্রের অসাধারণ ভাগ্যের কথা শুনিয়া পিতা ক্ষুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণি অপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। যথাকালে তাহার নিষ্ক্রমণ-নামকরণাদিও সুনিস্পন হইল। তাহার কোষ্ঠীতে লিখিত হইয়াছেঃ তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শম্ভুরাম দেবশর্মা। প্রসিদ্ধনাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ। সাধনা সিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাতনাম শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব-মহোদয়ঃ। প্রসিদ্ধ-নাম রাখিবার কালে ক্ষুদিরাম যেমন স্মরণ করিয়াছিলেন গয়াধামে ইশ্বর গদাধরের অভিপ্রায় প্রকাশের কথা, রাশ্যাশ্রিত-নাম রাখিতে গিয়াও তেমনি মনে করিয়াছিলেন চন্দ্রাদেবীর গর্ভগুহাশ্রয়কারী শিবাঙ্গ নিঃসৃত দিব্যজ্যোতির কথা। এখানে ভাবিবার বিষয় এই যে, সর্বধর্মের সমন্বয় সকলেরই একদিন দৃষ্টিগোচরীভূত হইবে যাঁহার সাধনা ও অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকে, তিনি হরি-হরের সমন্বয় করিয়া, হরিহর যে অভেদ একথা প্রমাণিত করিয়াই যেন, সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন! তাঁহার একতম প্রধান জীবনব্রতের সূচনা হইয়াছিল সেই সময় হইতেই।

দিনপঞ্জিকা

২৫ আশ্বিন, ভাঃ ২০ আশ্বিন, **১২ অক্টোবর,** ২৫ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন সুদি, ২ শফর। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩৬, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।১২। **শুক্রবার,** তৃতীয়া দিবা ঘ ৬।৫০ মিঃ। বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ১। ১ মিঃ। প্রীতিযোগ দিবা ঘ ১১।২৮ মিঃ গরকরণ, দিবা ঘ ৬।৫০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ঘ ৬।৫৫ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**-– তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ঘ ৬।৫৪ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ঘ ১।১ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**–দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১।১ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**---অগ্নিকোণে, দিবা ঘ ৬।৫০ গতে নৈর্ঋতে। **বারবেলাদি**— ঘ ৮।৩০ গতে ১১।২৪ মধ্যে। **কালরাত্রি**— ঘ ৮।১৮ গতে ৯।১৫ মধ্যে। **যাত্রা**-– নাই, দিবা ঘ ১।১ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।২৫ গতে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-- দিবা ঘ ৬।৫০ মধ্যে **মুখ্যান্নপ্রাশন** বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**– চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৬।৫০ মধ্যে **শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাতৃতীয়াবিহিত পূজা প্রশস্তা।** দিবা ঘ ৬।৫০ **জ্যোতিষসম্রাট পণ্ডিত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের জন্মতিথি। বিশ্ব চক্ষু দিবস। অমৃতযোগ**-– দিবা ঘ ৬।২৮ মধ্যে ও ৭।১৩ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৪৩ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৯ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১০ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।৩৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৫ আশ্বিন, ভাঃ ২০ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর, ২ শফর, ২৫ আহিন, উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১১, শুক্রবার, তৃতীয়া দি ঘ ৬।৪৯, সেহরী শেষ ৪।১১, ইফতার ৫।২০। ২৫ আশ্বিন—সৈয়দ আসাদুল্লাহ আল্‌কাদরীর উরস, বর্ধমান।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,
সে বন্ধু নয়
মাদক বিরোধী আন্দোলন

পৌর বৃত্তান্ত ঃ জাহানাবাদ তথা আরামবাগ পৌরসভা

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

চার

জাহানাবাদ বা আরামবাগ পৌরসভার সূচনা পর্ব

ARAMBAGH MUNICIPALITY
সাইকেল ও মোটর সাইকেল রাখুন

১৮৭৬ এর কনসলিডেটিং (একত্রীকরণ) অ্যাক্ট বা Bengal Act IV of 1876 অনুসারে বাংলার সমস্ত বড় জনপদগুলিকে একটি অভিন্ন আইনের ছত্রছায়ায় আনা হয়েছিল। এর একদিকে যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পৌরসভাগুলি ছিল, তেমনই অন্যদিকে ইউনিয়ন ও স্টেশন। সব মিলিয়ে তখন এদের সংখ্যাটা ছিল ১৮৫। ভাইসরয় লর্ড রিপন-এর নির্দেশ মেনে ইঙ্গ সরকার দুটি পৃথক আইন রচনা করে, একটি পৌরসভার জন্য বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৮৮৪ বা Bengal Act III (BC) of 1884 এবং অন্যটি অন্যগুলির জন্য বঙ্গীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন Bengal Act III (BC) of 1885। ৫ শতাংশ আইনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকার কারণে ১৮৮৪-তে ইউনিয়ন বা স্টেশনগুলির আইনগত বৈধতা লোপ পায়। এরফলে হুগলি জেলার মগরা, পাণ্ডুয়া, জাহানাবাদ, বালি, কেয়রগঞ্জ (কুমারগঞ্জ), শ্যামবাজার ও খানাকুল এবং বাঁকুড়া জেলার জয়পুর, কোতুলপুর, পাত্রসায়ের ও সোনামুখী ইউনিয়ন বোর্ডের অকার্যকরী হয়ে পড়েছিল। এই ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মধ্যে ১৮৮৪-র পৌর আইনের বিধান অনুযায়ী হুগলি জেলার জাহানাবাদ ও বালি এবং বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে পৌরসভা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

নতুন পৌরসভা গঠনের জন্য বঙ্গীয় পৌর আইন ১৮৮৪-তে বলা হয়েছিল যে, যদি কোন শহর বা লোকালয়ের ১. জনসংখ্যা অন্ততপক্ষে তিন হাজার জন হয়। ২. জনবসতি হয় প্রতি বর্গমাইল এলাকায় এক হাজার জন। ৩. তিন-চতুর্থাংশ সাবালক পুরষ কৃষি ভিন্ন অন্যকোন পেশায় নিযুক্ত বলে জেলা বা মহকুমা শাসক সন্তুষ্ট হন। ৪. তা হলে সেই শহর বা এলাকাতে পৌরসভা গঠনের প্রস্তাব প্রশাসনের তরফ থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেখানকার জনগনকে জানাতে হবে। ৫. সেই বিজ্ঞাপন মাতৃভাষার শুধু তরজমা করে সংশ্লিষ্ট শহর বা লোকালয়ে জানাতে হবে; ৬. এ বিষয়ে সেখানকার মানুষের কোন আপাত্তি থাকলে ছ'সপ্তাহের মধ্যে তার মীমাংসা করে পৌরসভা গঠনের প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহ বঙ্গ সরকারের পৌর দপ্তরে পাঠাতে হবে। সরকার সন্তুষ্ট হলে তবেই সেই শহরে পৌরসভা গঠন করা সম্ভব হবে। সরকার তখন সেই পৌরসভার নাম, চতুঃসীমা, পৌর আইনের প্রথম না দ্বিতীয় তপশিলের অন্তর্ভুক্ত এবং কমিশনারদের নির্ধারিত সংখ্যা বিজ্ঞাপন আকারে ক্যালকাটা গেজেট-এ প্রকাশ করলে তবেই নতুন পৌরসভার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে।[1]

বঙ্গীয় পৌর আইন, ১৮৮৪ কার্যকরী করা হয় ঐ বছর আগস্ট মাসে। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ তারিখে সরকারের পৌর দপ্তরের জারি করা 16 T-M সার্কুলার মারফৎ ডিভিশনাল কমিশনাররে নিকট তাঁর এলাকায় কোন শহর বা গ্রামে পৌরসভা গঠন করা হবে সে বিষয়ে আইন মোতাবেক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব চেয়ে পাঠানো হয়, তদনুসারে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, বীম্‌স ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪ তারিখের ৫৯১ নং পত্রে বঙ্গ সরকারের পৌর দপ্তরের সচিবকে বাঁকুড়া জেলার সোনমুখী এবং হুগলি জেলার জাহানাবাদ ইউনিয়ন এলাকায় পৌরসভা গঠনের সুপারিশ করেন। এই পত্রে তিনি আরো জানালেন যে, এলাকার অপেক্ষাকৃত বেশি অজ্ঞ করদাতারা যথারীতি কিছু বিরোধীতা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে লিখলেন, দু'টি এলাকাই পৌরসভা গঠনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং পরবর্তী স্বায়ত্ব শাসন আইনের জন্য অপেক্ষা করলে এলাকা দুটিতে স্যানিটেশন বা স্বাস্থ্যবিধি বলে আর কিছু থাকবে না। বিশেষতঃ জাহানাবাদ শহরটি মহকুমার কর্মকেন্দ্র হওয়ার ফলে সময় সময় সেখানে বহুলোকের আগমন হয় এবং সেখানকার অবস্থা গুরুতর হয়ে ওঠে। তিনি দুটি শহরে পৌরসভা গঠনের জন্য জোরালো সুপারিশ করেন। প্রস্তাবিত এই পৌরসভা গঠনের সময় পূর্বতন জাহানাবাদ ইউনিয়নের কৃষি প্রধান গ্রামগুলিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে বলেও তিনি পৌরদপ্তরকে জানালেন।

পৌর দপ্তরের সচিব কোলম্যান মেকলে (Calcan Macaulay) ৪ মার্চ ১৮৮৫ তারিখে লেখা ৬৭০ নং পত্রে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার লেখা পূর্বোক্ত ৫৯১ নং পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করলেন। তাঁকে জানানো হ'ল তিনি দুই জেলার ভেঙে যাওয়া ইউনিয়নগুলির মধ্যে জাহানাবাদ ও সোনামুখী ইউনিয়নকে দ্বিতীয় শ্রেণির পৌরসভাতে রূপান্তরিত করার এবং জাহানাবাদ পৌরসভা গঠনের সময় কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিকে বাদ দেবার যে সুপারিশ করেছেন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। তাকে আরো জানানো হল যে, নতুন আইনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পৌরসভা ব'লে আর কিছু নেই। প্রস্তাবিত দু'টি পৌরসভার চতুঃসীমা, আয়তন, জনসংখ্যা, জনঘনত্ব ইত্যাদি নতুন আইনের দশ নম্বর ধারাতে যে সব তথ্য চাওয়া হয়েছে তা দিয়ে পৌরসভা গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করার জন্য বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হ'ল। আরো জানতে চাওয়া হল যে, প্রস্তাবিত এই দুটি পৌরসভা নতুন আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তপশিলের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং কমিশনার নির্বাচনের বিধি ব্যবস্থা কি হবে।

ক্রমশ

যোজনা ডায়েরি

(এপ্রিল ২০১৮)

· প্রান্তিক নক্ষত্র ‘ইসরাস’-এর খোঁজ মিলল :

হাজার তারার আলো থেকে অনেকটা দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্তে। খুব চেনা নয়, এমন একটা প্যাঁচানো ছায়াপথে একাকী এক তারা। হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগছে পাক্কা ৯০০ কোটি বছর! অর্থাৎ, এই গ্রহ থেকে তার দূরত্ব ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ। তাদের হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপে সম্প্রতি এমনই এক বিচ্ছিন্ন নীলচে তারার ছবি ফুটে উঠেছে বলে দাবি করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। বলা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত এটিই পৃথিবী থেকে সব চেয়ে দূরের তারা। যার পোশাকি নাম, ‘ইকারাস’। বিজ্ঞানীদের দাবি, এর আগে যে তারার অবস্থানকে দূরতম বলে মনে করা হত, ইকারাস তার চেয়েও ১০০ গুণ দূরে। এতখানি দূরত্ব যার, তার ছবি সাধারণত ফিকে হওয়ারই কথা। নাসা যদিও বলছে, তারা স্পষ্ট নীলচে আলো দেখেছে। আর এই ‘অঘটন’ সম্ভব হয়েছে হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপের অসামান্য দৃষ্টিশক্তির কারণেই। মহাকাশে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আয়ত্তে অথচ ভাসমান প্রথম এবং একমাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র এটাই। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছিল আজ থেকে ১৩৭০ কোটি বছর আগে। সেই হিসেবে সদ্য-আবিষ্কৃত এই তারাটি ব্রহ্মাণ্ডের বয়সের তিন-চতুর্থাংশ সময় আগেকার। ৯০০ কোটি বছর আগে আলো পাঠিয়েছিল ইকারাস। তাই মহাবিশ্বে এখনও সে টিকে আছে কি না, তার খতিয়ান নেই কারও কাছেই।

· পৃথিবীতে আছড়ে পড়ল চিনা স্পেসল্যাব :

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল চিনা স্পেসল্যাব ‘তিয়াংগং ১’ (যার নামের অর্থ স্বর্গীয় প্রাসাদ)। ২০১৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল সে। চিনা নভশ্চরদের তিনটি দল ১২ দিন করে কাটিয়েছিল মহাকাশের ওই প্রাসাদে। ওয়াং ইয়াপিং নামে এক মহিলা নভশ্চর ‘তিয়াংগং ১’ থেকে চিনের স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে কথাও বলেন। ২০১৭ সালে চিন সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানায়, ‘তিয়াংগং ১’ অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার আগের বছর মে মাসেই। যদিও তত দিনে ‘তিয়াংগং ২’-কে পাঠানো হয়ে গিয়েছে (২০১৬ সালে)। গত পয়লা এপ্রিল বিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন, ২ এপ্রিল পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে চিনের স্পেসল্যাব ‘তিয়াংগং ১’। তাদের অনুমান ঠিক প্রমাণ করে সেই দিনেই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে স্পেসল্যাবটি ভেঙে পড়ে। ঘন্টায় ২৬ হাজার কিলোমিটার গতিবেগে বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময়ে বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মহাকাশ গবেষণাগারটি।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন

· জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার :

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেলেন প্রয়াত বিনোদ খান্না। আর মরণোত্তর জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীদেবী। ‘মম’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সেরা হিন্দি ছবি রাজকুমার রাও অভিনীত ‘নিউটন’। সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে অসমের ‘ভিলেজ রকস্টার’। সেরা স্পেশ্যাল এফেক্ট এবং জনপ্রিয় ছবি ‘বাহুবলী : দ্য কনক্লুশন’। ৬৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে বাংলার বাজিমাত। সেরা জুরি অ্যাওয়ার্ড পেল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘নগরকীর্তন’। সেই ছবিতেই অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন ঋদ্ধি সেন। সেরা বাংলা ছবি ‘ময়ূরাক্ষী’। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বাবা-ছেলের সম্পর্কের মধ্যে গল্পের জাল বুনেছেন পরিচালক অতনু ঘোষ।

বিবিধ

· বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করল ইউজিসি :

দেশজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে নানা কারিগরি ও ম্যাজেমেন্ট প্রতিষ্ঠান। ইন্টারনেট ঘাঁটলেই পাওয়া যাবে এমন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যেখানে মোটা টাকার বিনিময়ে সহজেই ডিগ্রি পাওয়া যায়। গোটা দেশে রমরম করে চলছে নানা ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি এমনই তথ্য দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এদের মধ্যে ২৪টিকে ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করে ফেলেছে ইউজিসি। ইউসিজি জানিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সবই ‘স্বঘোষিত’। অর্থাৎ ইউজিসি-র কোনও অনুমোদনই নেই। অথচ, কোনও খোঁজখবর না নিয়েই প্রতি বছরই মোটা টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে যার আদতে কোন মূল্যই নেই। দিল্লি, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের নানা জায়গায় রমরম করে চলছে এই ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কলকাতাতে এমন দুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে ভুয়ো বলে চিহ্নিত করেছে ইউজিসি---ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অলটারনেটিভ মেডিসিন (চৌরঙ্গী রোড) ও ইনস্টিটিউট অব অলটারনেটিভ মেডিসিন অ্যাণ্ড রিসার্চ (ডায়মণ্ড হারবার রোড, ঠাকুরপুকুর)। এই ২৪টি ভুয়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টি রয়েছে খোদ রাজধানী দিল্লিতে। কমর্শিয়াল ইউনিভার্সিটি, লিমিটেড, ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি, ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটি, এডিআর-সেন্ট্রিক জুরিডিশিয়াল ইউনিভার্সিটি, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিশ্বকর্মা ওপেন ইউনিভার্সিটি, আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বারাণসেয়া সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী, দিল্লি)। ইউজিসি-র তালিকায় রয়েছে, মৈথিলী বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা, বিহার), বদাগানভি সরকার ওয়ার্ল্ড ওপেন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন সোসাইটি (কর্নাটক), সেন্ট জনস ইউনিভার্সিটি (কেরল), রাজা অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি (নাগপুর)। মহিলা গ্রাম বিদ্যাপীঠ/বিশ্ববিদ্যালয় (প্রয়াগ, উত্তরপ্রদেশ), গান্ধী হিন্দি বিদ্যাপীঠ (প্রয়াগ, উত্তরপ্রদেশ), গান্ধী হিন্দি বিদ্যাপীঠ (প্রয়াগ, উত্তরপ্রদেশ), ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইলেকট্রো কমপ্লেক্স হোমিওপ্যাথি (কানপুর), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইউনিভার্সিটি (ওপেন ইউনিভার্সিটি আলিগড়, উত্তরপ্রদেশ), উত্তরপ্রদেশ বিশ্ববিদালয় (মথুরা), মহারাণা প্রতাপ শিক্ষা নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় (প্রতাপগড়, উত্তরপ্রদেশ)। রয়েছে এমন আরও বিশ্ববিদ্যালয় যেমন, ইন্দ্রপ্রস্থ শিক্ষা পরিষদ, (মকানপুর, উত্তরপ্রদেশ) গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় (বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ), নবভাবত শিক্ষা পরিষদ, অনুপূর্ণা ভবন (ওড়িশা), নর্থ ওড়িশা ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড টেকনোলজি (ওড়িশা), শ্রী বোধি অ্যাকাডেমি অব হায়ার এডুকেশন (পুদুচেরী)। ইউজিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই সব রাজ্যকে ভুয়ো বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, পড়ুয়াদেরও সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে সরকারকে। ইউজিসির ওয়েবসাইটে (wwwugc.ac.in) গেলেও পাওয়া যাবে এই সব ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম।

ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

দূষণ রুখতে এগিয়ে আসতে হবে কলেজ পড়ুয়াদের

আমাদের এলাকায় পরিবেশ দূষণ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন পুকুর, ডোবা ভরিয়ে, গাছপালা কেটে ঘরবাড়ি-কলকারখানা তৈরি করা হচ্ছে। নগরায়নের চাপে পরিবেশ ক্রমশ মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এমনকী চাষের জমির আর্বজনা পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়। এর ফলে যেমন ধোঁয়ায় গোটা এলাকা ভরে গিয়ে দূষণ ছড়ায়, তেমনি চাষের মাটিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। ধোঁয়ার জন্য বায়ু দূষণও হচ্ছে। রাস্তাঘাটে ব্যাপক হারে যানবাহন বেড়ে যাওয়ায় তার একটা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। তার সঙ্গে ধুলোবালি তো আছেই। এর পর আছে জলদূষণ। নদী, পুকুর, ডোবায় যে সব নোংরা বা আবর্জনা ফেলা হয়ে তা থেকে জলদূষণের প্রকোপও বেড়ে চলেছে। তাছাড়া ভূগর্ভস্ত জলের স্তরও কমছে দিনকে দিন। এক কথায় বলা যায়, গোটা পৃথিবী এখন দূষণে ভরে গিয়েছে। এর জন্য প্রকৃতিও এখন বিমুখ। প্রকৃতির খামখেয়ালিতে কোথাও খরা, আবার কোথাও অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা। তাছাড়া বায়ুমন্ডলীয় চাপের পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে একের পর এক অশনি সংকেত। এরফলে পরিবেশের ভারসাম্যই শুধু পাল্টাচ্ছে না, তার প্রভাব পড়ছে জীব বৈচিত্র্যেও। মেরুপ্রদেশের মেরু ভাল্লুক ও পেঙ্গুইন-এর অস্তিত্ব বিপন্ন। এছাড়া পৃথিবীর উষ্ণতাও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। এর পাশাপাশি এলাকার ময়লা আর্বজনা তো এলাকাকে আরও দূষিত করছে। সতর্কতার জন্য সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নানান প্রচার চালানো হচ্ছে এবং তারা এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নিজেরাই হাত লাগাচ্ছে। শুধু এই ভাবেই হবে না, এর পাশাপাশি সকল পড়ুয়াদেরও এলাকা পরিষ্কারে হাত লাগাতে হবে। আর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই বিষয়ে আরও বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তাদের নিজেদের মধ্যে গ্রুপ তৈরি করে নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে এক একটি এলাকা পরিষ্কার করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদেরকে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সব শ্রেণির মানুষদের সচেতন করতে হবে। তাহলে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো তারাও বলতে পরবে—‘চলে যাব, তবুও আজ দেহে যতক্ষণ আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল/এই বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

মাম্পি ঘোষ
মায়াপুর

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়